অবিরাম অরেঞ্জ

শামসেত তাবরেজী

আঙুলসত্য

আঙুল নেড়ে-নেড়ে তুমি যত ভাষা বল
প্রাক্তন বিষাদ তত ঝরে যেতে থাকে।
অসর্গল কথাদের মুহূর্তের ফাঁকে
কবেকার মুখচ্ছবি দেখি টলোমলো।

চিরভাষ্য লাগেনি কাজে, শুধুই আঙুল
বাতাস ছেনেছে আর তাতে কিছুই মেলে নি।
ছিপের কঞ্চি বেঁকে গিয়ে ব্যথাতুর ভুল,
কেবলই আঁশটে নিয়ে ফিরেছে জেলেনি।

তবু আঙুলেরই ভাষাকথা কিছু জেনেশুনে
ঘটনার সত্যাসত্য মেনে নিতে হবে:
কোথা এক বাঘ নাকি পুড়েছে আগুনে
ডেমোক্রেসির দেশে হরিণ সংস্রবে।

এসব ভালই লাগে, উর্দ্ধগ আঙুল,
ময়লা দাঁতের হাসি, সভাসমাবেশ,
না-হয় ফিরেই পাবে পরার্থ পারুল
আঙুল সত্য হয়ে জেগে রবে আমদের দেশ

এবং রাত্রিশাসিত উন্মাদ কুশীলবগণ
আগলে রাখবেই বুকে মস্তানির প্রচার ভবন।

তান্ডব

কি যে তান্ডব হবে রাত্রে
বুকে কচ্ছপ উঠে সাঁতরে
ঝরে দুধ খালি ওঠে চৈতালি
বাতাসের লু লাগে পাত্রে

ও কি নেশাখোর রবে সারদিন
যদি হয় ভোর তবে কৃষিঋণ
মুখে দেবে কালি আর জোড়াতালি
মনে সংসারে বাজে প্রতিদিন

কি যে কাব্য কহে কবিগণ
অশ্রাব্য, মিছে রন্ধন
হাঁড়ি জ্বলে যায়, পেটে দংশায়
মরি মরণে সাথে অগণন

সত্য

ভেজা বৈকালিক
আবহে
বেদনার্ত একটি শালিক
সহে
উত্তরহীন প্রশ্নের যাতনা

বলি আমি তাকে
একটু সন্দেহে
তবে কি মৌনতাকে
তোমার বৈদেহে
প্রশ্ন মানছ না?

পত্রপল্লবের
নিচে
বিমুগ্ধ শর্তের কিরিচে
মাথা দিয়ে যা করল রচনা

দেখি, সান্ধ্যআয়োজনে
বুকের রক্ত
ঢেলে নিজের মরণে
বিভক্ত
সঙ্গীতে ভাসালো পরগণা

তাহলে সত্য শুধু ভাষার বর্ণনা!

দি রেইন
(যখন বৃষ্টি নামল!)

টেলিভিজ্যুয়াল রৌদ্র-খরাল দিন,
রঙ্গামঞ্চ আমিশাষী তরবার।
আষাঢ় গগনে উড্ডিন বায়ুযান,
নিচে নভোতলে আয়োজন পরিখার।

বগল-দাবায় মৃত্যুর অভিধান,
লোহু-মাখা গালে সামরিক চুম্বন।
চোর এসে বুকে লয়ে কত কি যে কাঁদে,
অদ্য লাস্যময়ীর উদ্বোধন!

প্রতি মুদ্রায় সহস্র জলধারা,
মাতাল পাহাড় অরন্য অভিসার।
রঙিন মাংস তার যত চিৎকার,
আর্দ্র জনতা সেই গানে দিশেহারা।

মাটির সীমানা ভেঙ্গে হল চুরমার,
আকাশ লুকায় অবিবাহী কাঁথাতলে
অযৌন গান খুলে ফেলে বন্ধন
ভাড়া ভাত-ই শুধু নিখিল সত্য বলে।

দি রেইন
একটি ভিন্ন পাঠ

টেলিভিজ্যুয়াল রোদ : জিভ ঝাড়া তৃষ্ণার্ত দিন,
রঙ্গামঞ্চ আমিশাষী আমোদে বিভোর আর
উড়োপ্লেন নীল নব ঘন আষাঢ় গগনে উড্ডিন
গর্জাতে থাকে, দুরে মৃত্যুলগ্ন পরিখার

আয়োজন চলে বেশ, লুঠেরা বগল-দাবা করে
নিয়ে আসে সংবিধান, তাহাদের গলকম্বলে
গেল রাতের সামরিক-চুম্বন জ্বলে
বিবিধ মস্করায়, পুলিশের বুকে নিদ্রামগ্ন চোরে
স্বপ্নোত্থিত হয়, বাহিরায় গ্রাম ঝরে যায়

হঠাৎ অপ্রস্তুত বাতাসবাহিনী সক্রোধে ফোঁসে
মাতাল পাহাড় মুঢ়ের মতন লাফায়
লাস্যময়ী নিবিড় চক্ষু মুঁদে পা মোছে পাপোষে,
নাচ তৈরি হয় সহসা গর্জনের উন্মত্ত প্রচারে
মুদ্রার তুমুল সংঘর্ষে অলিভিয়া অবিরাম ঝাড়ে
সমুহ মাংসের বৃষ্টি রাষ্ট্রের প্রান্ত সীমানাতে

আর কারা যেন ছাই ঢেলে দিয়ে যায় ঝোল-মাখা ভাতে।

অবিরাম অরেঞ্জ

অরেঞ্জ ফুটল।

পুরুষেরা ঘুমিয়ে পড়লে
বৈধ পাহাড় ঘিরে
নাচতে থাকল
বৈদিক বাতাস।

কিন্তু খোলা জানালা দিয়ে
ঠিকই শোনা যাচ্ছিল
এইতো সেদিনের
করপোরেট কেলেংকারি।

আমি বিন্ত স্থির
উষ্ণ হচ্ছি প্রকরণসম্মত
তক্ষুনি থার্মোমিটারে সিদ্ধান্ত করল জারি:

অদ্য আপনার জ্বর একশ' তিন

ততক্ষণে আমার চিরজিজ্ঞাসু জিভে
সুবাটের ক্ষিপ্র পিয়ানোবাদনে
ফুটে উঠতে থাকল

অরেঞ্জ অবিরাম

লোকায়ত এবং স্বাধীন

ক-তে ক্রসফায়ার

কি আমার ভাল লাগে কি আমার দেল-পছন্দের তা জিগাও ভাবের ভাবী-রে দেখবে কেমন তিনি পটাপট ফটাফট বলে দেন সবিস্তারে সবকিছু গণমাধ্যমে তিনি কত ভাল তার প্রমাণের দরকার নাই পাতাবাহারের বন থেকে ছুটে আসা বাতাসের সাথে তার কম রঙ্গ ছিল না কত না উড়ালে তার চৈত্র গেছে গিয়াছে বৈশাখ কোটালের পোলার যত্নে মুগ্ধ হাত সুস্নিগ্ধ সাবান হয়েছে চলিত গদ্যের ছলে ভুরু-পাখি গুরুতর সংবাদ দিলে সৈনিকেরা চৌকি তুলে ঘরে এসে বউদের বাহুতে শুয়েছে তারপর পুনরায় উঠে গেছে দাদ চুলকাতে-চুলকাতে সে-কোন চুলায় রে আর-ঠিক সঙ্গেসঙ্গে শুরু হয়ে গেছে ট্যাগোরের গান রক্ত-লাল পাড় বেয়ে-বেয়ে বড়লোকদের ঘণ্ডে কি তুমি বিশ্বাস কর না তাহলে জিগাও সন্দেহ কর না আমি যা-ই পছন্দ করি ভোট ও ভাতৃহত্যা লদকা-লদকি ভবদীয় আদর্শবাদ যা চাই আমি পশুদের ছানা আর মনুষ্যের লোহিত-কনিকা তা-ই পাই এখানে এই বঙ্গদেশে

ক-তে ক্রসফায়ারে ন্ ন্ ন্ ন্ ন্ এনকাউন্টারে...

ক্ষু দ্য তা

ইলেকট্রিসিটির অযৌন সাধে জগৎ অন্ধকার
কবন্ধ গাছপালার পেছনে নামল মাহ ভাদর
এখুনি শিথিল করে তুলবে শিরা আর উপশিরা
চারপাশে বাজে 'রবীন্দ্রনাঠে' উজ্জ্বল উদ্ধার!
চিবুকে তোমার রক্তচিহ্ন উদ্বেগী অক্ষর
ডিসিশানে যেতে রেফারেন্স চাই অই যে মক্ষিকার
চারপাশে ওড়ে সাংবাদিক আর উকিলের অধিকার
ও করপোরেট-কামিনী আমার নামে ঘাম দর্‌দর্‌
বিতরিত ওই বরিষণে হল কদম্ব জাগ্রত
দেখি সেথা আমি সুদৃঢ় বিরল রাষ্ট্রবোধ ওনার!
ট্যাগোরের টানে মিছিলের মুখ কিঞ্চিৎ বিব্রত,
টগর উঁজিয়ে রক্তস্রোতের মদির আদর্শবাদ
বইছে, একাকী এ্যানথোলজির কি ভীষন চিৎকার
এক যে ভীষন টেলিভিসনের গদগদ আহ্লাদ
ইথারস্য তথ্যকণিকা ব্যস্ত সম্প্রচারে
সেখানেই দেখি, এ মাহ ভাদরে সমরনায়ক তার
ইলেকট্রিসিটির অযৌন সাধে মুখ ঘষে বারবার!

বোর্হেস পড়তে-পড়তে

দেখলেন তো কেমন
ব্যবহার করলাম তমিস্রা!

রাত নয় রাত্রিও নয়
তারই একফাঁকে জুলজি-র শিপ্রা
ঝাড়ছিল চুল, ও একমন
হয়ে আছে কতকাল- পরাজয়
সত্ত্বেও।

এসবের সঙ্গে তা'হলে
তমিস্রার সম্পর্ক কী?
বলতে-বলতে আমি জ্বলে
উঠি বিলিঙ্গুয়াল সাদা
কি-বোর্ডে।

দ্রুত লিখে ফেলি, "সুপ্রিয় পুলিশ
তুমি কি করপোরেট?
গ্রেট, গ্রেট..."

দেখি, চোখ থেকে ঝরে পড়ল বিষ
তার।

আমি ভাবি, তমিস্রার
মানে বুঝি এই,
বুঝলেন এইভেবে আমি ব্যবহার
করলাম শব্দটি, কিন্তু যেই
ব্যবহার শেষ

মানে তার ছিনিয়ে নিলেন জনাব বোর্হেস!

বৃষ্টি

এই হল বৃষ্টি আমাদের: কাতর ধর্মগ্রন্থ-সম
সারাক্ষণ মানুষেরই মুমূর্ষ বিলাপ,
সেখানেও যুদ্ধকাহিনি লুটের বিধান
সামরিক হয়ে আছে, সেখানেও সাপ

কুচক্রের আদিহোতা, বৃষ্টি, বৃষ্টির গান
গেয়ে ওঠে একদল, চায়ের আর্দ্র কলাপ
তাতেও কী আরাম হয়? ভাতৃসংঘে ত্রাণ
কেবলি শেষ হতে হতে আমাদের রাস্তা ডুবে যায়-
তখন জল-হাঁটা খালি, অন্তরীক্ষময়
ছাতা জেগে ওঠে, বর্ষাতির নিজস্ব ভাষায়
বক্তৃতা চলে, সিভিল সমাজে নামে বৈদিক জয়

আমি ঘরে বসে পাই তার অবিরাম তাপ।

এই হল বৃষ্টি আমাদের, তাকে ঠেলে উকিল-সভায়

কপট রাজ্যপাল নগরের ধ্বংশ ঠেকায়।

ভাজা মাছ

ভাজা মাছটিও উল্টে খেতে জানে না

তার আবার প্রেম! কিন্তু সন্তান চায়

স্নিগ্ধও হয়ে ওঠে যতটুকুন সম্ভব

আর খালি মাথা নাড়ে কাগুজে বার্তায়

শর্ত দিইনি কোনো, বলিনি যে আনা কারেনিনা

পড়ে দেখ, এসব কিছুই নয়, যখন উৎসব

চলে মন্ত্রীদের, দাঁড়িয়ে থাকে রাস্তায়

দেখি, মুখাঘাসও ছুটছে কি যে সিনা

টান করে, ওকেও দেখাই, ও তবু নীরব

মিহি হয়ে থাকে দুচোখের আর্দ্র পাতায়

ভাত বেড়ে দিই নিজ হাতে, দিই বিধুর পটল

ভাজির সঙ্গে এ্যাব্বড়ো কৈ

ও কিন্তু তেমনই থাকে, অবিচল

দ্দধু আঙুলের ফাঁক গলে ঝরে যায় ভাত

গদ্যি দেখি ভাজামাছ উল্টাতে পারে না

কিন্তু সন্তান চায়, প্রেম আর প্রেমের আঘাত!

জর্নালিজম

ভালোবাসার মতন একটা ঘটনা ঘটে গেল সকাল-সকাল বেদনার মতন একটা জিনিশ
কপিশ পাথর ফেটে রক্ত বেরোতে লাগল আর অটুট সমুদ্র হল অল্প কিছু পর
ছড়ানো পুদিনাপাতা তার ওপর সচল রৈখিক জিওল গড়াতে লাগল কিন্তু এতটুকুন বিসদৃশ
লাগছিল না বরং ভালই লাগছিল মনে হচ্ছিল এটা যে ঘটনা সত্যিসত্যি তার জের-জবর
কোনখানে এতটুকু ভুল নাই ঘটনার পরিসীমা দিন আন্তে পান্তা ফুরাবার মত নয় আর
তেমন চালাকি যে ছিল তাও কিন্তু না সোজা বা সহজ বেশ দ্রুত এক পলকেই
ছুরি সবিনয়ে চিরে ফেলল পেট নামিয়ে ফেলল হৃতপিন্ড আর যা-যা লাগে দৈনিক পত্রিকার
সংবাদ হতে সবকিছু এতই সহজে ভালবাসার মতন বেদনার মত আর এই
গাধা এক গ্লাস পানি খেয়ে রাস্তায় বেরিয়ে দেখতে থাকল এই দৃশ্য একহাজারবার...

এলোপাথারিয়া

এলোপাথারিয়া বিষভরা গান

রক্তে কেমন বাজে রে

বই ছুঁড়ে ফেলে কাদায় লাফায়

দাঁতহীন মাড়ি মাজে রে

কে আছে কোথায় কারা কি বোঝায়

যত বাঁকা আছে আসে না সোজায়

তবে কি মিথ্যা সাজে রে

বেহুদা এ-গান বাজে রে

এই সকরুণ বুদ্ধিজীবিতা

শব্দে-বাক্যে লেগে আছে তিতা

তার তরে আজ কাঁদে অস্মিতা

টিপাইমুখের লাজে রে

বেহুদা এ-গান বাজে রে

ঘোলা চোখে ওড়ে মাতাল সারস

সেথা তর্কের ঝরিতেছে রস

নাই আর কোন কাজে রে

মন মরে তারি ভাঁজে রে

গোপন ভাঁজের লাজে রে

বিষভরা গান এলোপাথারিয়া

রঙ্গিলা রাষ্ট্রে আসে জ্বর দিয়া

কাঁপে বেশরম খাঁজে রে

টিপাইমুখের লাজে রে

সাংবাদিকের আসরে বসিয়া

দাঁতহীন মাঢ়ি মাজে রে

বিষভরা গান শিরায়-শিরায় মানেহীনভাবে বাজে রে

আস্ত কবিতা

লেখছিনু তোমাকে লিয়া একখানা আস্ত কবিতা

মইদ্যি দ্যাখো কি'রাম হইল খাঁড়া পিতৃহীন পুলিশ

বলি, ও গন্ডারের জান, চেনস না তুই এই মুগ্ধ ভাতাড়েরে?

উঠি আসবে ও যখন, দেখবি ঠিক-ঠিক

পোঁদের হাড় উড়ছে বাতাসে

খবিশ জীবন জানি, সর্বাঙ্গে বিরহের তিতা

নাই কোন সংঘর্ষ নাই গোঙানিও, নয়ান নিরুদ্দিষ্ট নির্গলিত বিষ

ছেঁড়া পিরহান গায়ে ছুটিতেছে রক্তঘামনুন ঝেড়ে ঝেড়ে

বাঁয়ে ওর বরফ-পর্বত, ডানে আগুনের জিভ লিকলিক

শালোক শিক্ষে দেও, ফেল ছুঁড়ে গাদহীন গাড়ল নৈরাশে

আর গাও কি আনন্দ আকাশে বাতাসে...

অসমাপ্ত পদ্য

উন্নামাসে একদিন পক্ষীর ডানায়

লেগেছিল হাত আমার হাতের স্পর্শ

বৈধতা নিতে গিয়ে বিধুর সন্ধ্যায়

ভুলে গেল গৃহ তার গৃহের হর্ষ

পৈঠাতে শ্যাওলার সবুজ আয়নায়

কেবা রেখে গেছে কার বিপুল ধর্ষ–

কাম হেথা কাঁদে একা গোঙানি ভাষায়

পাখি ওগো পাখি মোর চির–বিমর্ষ...

ঘুরব নামহীন গোত্রহীন এক টিলা থেকে অন্য টিলায়

বস এইখানে অক্সফোর্ড অভিধানে ঠেস দিয়ে
অতটা আরাম নেই, ঝাউগাছ বিচ্যুত লীলায়
শত্রুপক্ষে নাম লিখিয়েছে, অযথা গোলমাল বাঁধিয়ে
কতদুরই যেতে পারে শীতাকীর্ণ নদী
আর গ্রাম যদি চোরাকারবারিদেরই সঙ্গে মিলায়

হাত? জানো তুমি কিসসু হবে না, বিক্ষিপাত বই
ভাষান্তর হতে হতে শেষতক কেবলই বিভ্রম
হবে। এ-পাড়া ও-পাড়া জুড়ে কলসির কানা
না বুঝেই করবে হইচই,
হাঁটুর কাপড় উঠিয়ে বলবে: দ্যাখো, বে-শরম
আচরন তোমদের, সুখে থাকতে ভুতেই কিলায়

তারপর জর্দাপানাভাষে
ঐা বলবে তোমাকে বলিই যদি
ভয়ানক রাগ জ্বেলে হাত-পা নাড়িয়ে
তুমি ছুড়ে মারবে শুদ্ধ জর্মন কিতাব
আমার দিকেই, বলবে: তর্জমা সর্বনাশে
তুমি নিতান্তই গোধুলিপ্রাপ্ত। বর্ণোচ্ছল প্রজাপতি
সংকটে সবকিছু অনর্থে হারিয়ে
এখন উদ্বাস্তু, বেসামাল, ফলে, বি-ভাব
কান্নায় ডুবছ, এখন কে থাকবে তোমার পাশে?
আর ওরা ঠিকই মাইন পুঁতে রাখছে তোমার অই মাধবী ভিলায়

কি আর করব সোনা, কেবলই তোমার ছায়া নিয়ে
ঘুরব নামহীন গোত্রহীন এক টিলা থেকে অন্য টিলায়

যা বলল মেয়েটি

যা বলল মেয়েটা বোঝা গেল সামান্যই
কবুতরের পাখা ঝাপটানির মত করল কিছুক্ষণ
যখন ঠুকছিল পা গরীয়ান মেঝেতে, সঙ্গেসঙ্গে তৈরি
হচ্ছিল নাচ আর তার মিহিন মুদ্রা গড়িয়ে আসছিল
আমার দিকেই, আমি অতশত না বুঝেই মুদ্রাগুলো
জানালা দিয়ে উড়িয়ে দিলাম আকাশে, অমনি
আমাকে বিপ্লবী বলে জেরা করতে শুরু করল সবাই।

মেয়েটি কিন্তু স্পিকটু নট। তার উড়ন্ত চুল
আঙুলের ভাষা ততক্ষণে শিথিলতাপ্রাপ্ত হয়েছে
সিভিল সোসাইটির উইকলি মিটিঙে আমার প্রতি তার
সামান্য দরদ এমনকি বিয়র গ্লাসেও চলকে উঠল না॥

ততক্ষণে আমি নিজের গর্তে পা দিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছি
যেন আমাকে মেনে নেন এ-যাত্রা অন্তত, তা'ছাড়া আমার
আর করার কিছুই ছিল না। আমি একবার মেয়েটির দিকে
চোখ রাখলে সে অ-লাজ বিভ্রান্তি ডেকে আনল ঘরের
ভিতর উন্নয়ন চামেলিময়তায়, তারপর বলল
কানের কাছে এসে এটা তো সিভিল সমাজ
দাঁড়িয়ে আছেন কেন? পেতে দিন পেতে দিন মাথা

দ্যাখেন আপনিই একমাত্র এখানে কী রকম নির্লজ্জতা!

মালতীদের ছায়া

মালতীরা দেশ ছেড়ে চলে যাবার সময় মালতীদের ছায়া ফেলে গিয়েছিল ভয়ে
বিপুল বাঁশঝাড় পেড়িয়ে কাতর কলতলার পাশে রৌদ্র সেখানে রোদ্দুর হয়ে থাকত
বাতাসে ভেজা তাঁতের গন্ধ আর আপন-জ্বালা পুদিনা পরগণা
কখনো-সখনো আমি নিজ চোখে দেখেছি বেপথু একটা হাঁস নিজেকে লুকাতে গিয়ে
জীবনান্দের নয়টি হাঁস হয়ে যেত আর আমার ঘুমের মধ্যে কেন জানি না
একটা মাথা খারাপ মেয়ে চিৎকার করে বলে উঠত: দ্যাশ স্বাধীন হইছে গো...

আমি বই-পুস্তক খুলে বসি। দেখি সত্যিই দেশ স্বাধীন হয়েছে আর
একদল ভয়ংকর রাম-দা ছুটে চলেছে অন্ধকার ময়দানের দিকে
মালতীদের সাদা-লাল তাঁতের ছায়া মাড়িয়ে...

খামোখা নির্বাণ

আর্দ্র ঘাসে-ঘাসে
শিশির শহীদতা
জড়িয়ে আছে রে

বার্তা কাঁদে ত্রাসে,
নিখিল স্বাধীনতা
আঁধারে মেশে রে

উর্ধ্বগামী বায়ু
আগুন লেলিহান
মত্ত জাগে রে

অবশ হৈল পায়ু
খামোখা নির্বাণ
ভিক্ষা মাগে রে

বস্তু ব্যবধানে
ওই যে চুঁচুড়ায়
বরফ জমে রে

আ মরি সেই গানে
কেবলি হায়-হায়
ব্যথা না কমে রে...

আঁতাত

দুধঘন রাত।

মিহিন কম্পাস

কেঁপে উঠলে সম্মার্জিত

চায় আমার আঁতাত।

আমি তাকে ছানি

কমলালেবুর মত

ছুঁড়ে দিই আহত

শরীরে, তার কাৎড়ানি

দেখি, অগ্নুৎপাত

শিওরে জেগেছে বেশ।

বালিশের অড়ে

জতু লেগে নির্বিশেষ

প্রার্থনার মত। প্রস্তরে

উৎকীর্ণ হয়ে মানুষিক আঘাত

দুধঘন রাত

আগুনের আভায়

পুড়ে গিয়ে তারপর

অবিবহী তাঁত

তারপর আবার আঁতাত।

ঘোর-পারুলের পদ্য

ঘোর যদি লেগেছে পারুল
আজ তুমি ঘোরতর প্রান
নাভি নাচে নাচিছে আঙুল
আও মেরে ব্যাকুল জবান
ওই দ্যাখো নিমের বাতাস
শরমিয়া মরমে পশিল
হাত ভরে নেব তার ত্রাণ
হায় হাত কাহারা বঁধিল!
ওই ফোটে শিমুলের বীজ
ফোটে লাল ওষ্ঠ নিশান
দিকে-দিকে জাগিতেছে ব্রিজ
রচিতেছে কাফেলা-বিধান
মেলে আছি লোহার বিপদ
তাওয়া জুড়ে নুন-মাখা রুটি
বসন্তের হাড়ি-জ্বলা গদ
ও লো মোর বিধুর ভ্রুকুটি!
আও মেরে জেল-জীবনের
রাতগুলি দিনগুলি আর
দোয়াত উবুড়-করা সান্ধ্য-ভাষার
মদির আখের
ঘোর যদি লেগেছে পারুল
ঢালো চৈতালি আচরণ
বোন তুই ছহি অকারণ
চিরকাল ভাষার মাতুল।

অটাম ইন প্যাট্রিয়ার্ক

অটামে তোমার খুব কি খারাপ লেগেছিল
একটুকু অনূদিত মনে হচ্ছিল বুঝি
আর ছিল কত-শত বিদ্বতজনেরা
সেটা কিন্তু ভালই বলা যায়
তিরতির নদী জানালায়
অনেকদুর পর্যন্ত বেঁকে গিয়ে আবার
তোমার দিকেই ফিরেছিল
বাদামি বইয়ের গন্ধ
চটকা-লাগা ঘুমের জতুতে
খুব কি খারাপ ছিল
অন্যদিকে ছিল
কলাবাগানের
সবুজ নিয়ন্ত্রিত সমাজের
পীরসাহেবের বাড়ি
তার চোখ তোমাকে
বেঁধেছিল কয়েক মুহূর্ত
হ্যা গো হ্যা বলছি তোমাকে
গত অটামেরই কথা
নিরঞ্জন হতে গিয়ে
আমার না-হয় ন্যাজে-
গোবরে অবস্থা
কিন্তু তোমার
থিসিস দাঁড়িয়েছিল বেশ কিন্তু
মাইক্রো-ফিনান্সের ট্রায়ো
শুনতে শুনতে
(কি জানি বাবা পুরষ্কারও মিলে যেতে পারে তার
আমি সেই সম্ভাবনা দেখতে পাচ্ছি)
তাই বলছি কি তত তো খারাপ ছিল না গতবারের অটাম
আর যখন চাপ লেগে বের হল শাদা শাদা ঘাম...

নিদান-পদ্য

বই থেকে যাই পাশের ঘরে
দেখি সেথায় কাঁপছে জ্বরে
আধখোলা এক কমলালেবুর কোয়া

যে বলে ও আমার দাসী
তারই গলায় পড়াও ফাঁসি
কেমনে হলাম উঁহারই বুর্জোয়া?

আমার হাতে ইয়েটস কাঁপে
থাকি তাহার বিধুর পাপে
কে আছে যে করবে আমায় দোয়া

কমলালেবু ছুটে আসে
আমাকে নেয় তাহার ঘাসে
তাহার সনে শেষ-অবধি শোয়া

হল যখন, ইয়েটস কেঁদে:
অভেদ হলেন তিন বিভেদে
আমি মারি কলোনিয়াল গোয়া...

অ্যানেকডোটস

১.

নেবে এই আপেল তার বৃত্তাকার থিওরিয়ামসহ?

২.

হিমের ভিতর অগ্নি

জ্বলছে, এখন বাহু

খুলে দিলেই হয়...

৩.

কী, খুব টায়ার্ড লাগছে?

আজ আর রাঁধতে হবে না

দ্যাখো, এনেছি কত অরগ্যানিক শসা

৪.

আপেলতত্ত্বে কি যে ছেলেমানুষী

ভাবল ভোটেই হয়ে যাবে

৫.

উর্দ্ধগ ঢেঁড়স

তোমাকেও একদিন নাম লেখাতে হবে গণতন্ত্রীদের দলে

৬.

এটা নিশ্চয় হুলোর কাজ

না না এটা হয়েছে দিল্লী থেকে

তা'হলে তকমা আঁটা লোকটা কোথায় গেল?

৭.

রানি, এই যে ফিরিয়ে দিলাম তোমার ম্যাজিক মাউন্টেন

বদলে আমাকে দাও এক প্যাকেট রয়েল বিরিয়ানি

আহ! কী মিহিন লেনদেন

৮.

মাথা ঝাঁকিয়ে ও যা-যা বলল

তার মানে লেখা আছে আপেলবিজ্ঞানে

৯.

আউস্তিস,

তুমি খাঁটি নরডিক

তোমার প্লেন উড়ছে সুউচ্চ আকাশে

আর উড়ছে তোমার বাইবেল

নিচে রেড-সির তীরে

ভিনসেন্ট আর আমি

পপকর্ন ছড়াতে ছড়াতে সে-কথাই বলছি

১০.

এত উঁচুতে কেন?

বই থেকে নেমে এসে মাটিতে তারপর

চামেলিরা নাম লেখাতে শুরু করল বৈতালিকসভায়:

যেথা শুধু ছড়ানো কাঁকর

১১.

প্রথম বরফ সংক্ষিপ্তভাষ্যে যা বলল

তার মানে লিখে ফেল জরুরি উপন্যাস:

‘ডেথ ইন এ্যানথোলজি’

১২.

মিহি পরগণা

পানপাত্রে ভেসে উঠল।

আজ তোমার সম্মার্জনা

সিভিল সোসাইটিতে,

একটু টান বুঝি লাগল নাভিতে!

১৩.

এই সংস্কৃতি

চপ্পল ফেলে আসা দুরগ্রামে

অযথাই ঘামে

এখন বিস্মৃতি...

১৫.

মেয়েলোকদের মধ্যে যারা অশীতকাতর

তাদের ধরে এনে মন্ত্রী বানিয়ে দাও

১৬.

চিহ্নে ঘোড়া

অ-চিহ্নে উড়াল

তার ভিতর দিয়ে হেঁটে গেলাম

আমি দুই হাজার নয় সাল

১৭.

শোন, সিনেমার গান কান পেতে সুদুর অরন্যে

একদা সেথা অতিকায় হাতি

জন্ম দিয়েছিল ন্যুব্জ প্রজাতি

ওরাই এখন সংবিধান সাধন করে কবিতা লিখছে পাতাবাহারদের জন্যে

২৮.

বেশ তো নাটক

আরো কিছুক্ষণ মনে হয় দেখা যায়

সেখানে নায়ক গুম্ফহীন কান্নাকাটি করে পানি মোছে শার্টের হাতায়

বলে: কেন দেবে না মন্ত্রীত্ব?

চলে এসে তারপর

চড় মারে নিজ গালে তিনখানা পরপর

সিকোয়েন্স তোলপাড় করে যখন নায়িকা চলে আসে

ততক্ষণে পাড়া ভরে যায় করপোরেট সন্ত্রাসে

১৯.

মাঠে মারা গেল বিকেল তিনটের রোদ

এতক্ষণ রৌদ্র হয়েছিল, তারও বেশি বাঘ

নাম না ঘোষণা করে ভার্চুয়াল সভায়

যেই টেক্সট গলে বেরলো প্রবল গাঁদলায়

তারপর ধরা খেয়ে দশক-সন্যাসী- সকলের সামনে ন্যাংটো

গ্যালারিতে তখন কি যে আমোদ!

২০.

জিতে নিতে গিয়ে আপেল

দেখল পরিধির বাইরেই খেল

২১.

আপেলবিজ্ঞানে আপনিও কি কম ধুরন্ধর

হে চৈত্রের প্রফেসর!

২২.

বেশ তো ছিলে এই সেদিনও ট্রেডল মেশিনে

গ্লাস ওপচানো বিমুগ্ধ বিয়ার

আর এখন ‘হতে’ গিয়ে বমি করছ বেসিনে

বল তো তোমাকে সর্বনাশ করেছে কোন্ পত্রিকার ইয়ার!

২৩.

জলপট্টি, তোমার লজিক

রাজনীতির চেয়েও সঠিক

২৪.

গাবো, আপনার ইন্টারভিউ পড়েছিলাম প্লেবয় পত্রিকায়

অনেক সুঠাম শিশ্ন জেলিফিস নাভির মাঝখানে

আর আমরা এখানে মাথা ভাঙছি প্রাচীন শামদানে

ফেসবুকেও মুখ দেখাতে কি যে লজ্জা, হায়!

২৫.

এস, খৃস্টের জন্মদিনহেতু খুনোখুনি করি

২৬.

গতকাল পড়েছি স্তাঁদাল

আজ পড়ব তোমার আড়াল

২৭.

হেঁসো দা জেগে ওঠো

শাবল, গাঁইতি তোমরাও

আর এতদিন যা বলেছি সেই কথারাও

২৮.

গ্রীষ্মের ভিতর আম

দোলাইত আমার বিশ্রাম

২৯.

কার কি বলার আছে

আমি তো আমার ব্যক্তিগত চিনি ব্যবহার করি

30.

চে, টি-শর্টে তোমাকে বেশ লাগছে

কিন্তু যে ছোকড়াটা গায়ে চাপিয়েছে ও একটা আস্ত গাড়ল!

৩১.

বেশ মার্কসবাদ হচ্ছে এখানে

রাতের সাম্পানে

৩২.

আপেল-আবিষ্ট ও লোকাল ডিভান

সক্রিয় হোক সংবিধান

৩৩.

কুটিরশিল্প তোমাকে বিদায়

ভারি শিল্প আসো বিছানায়

৩৪.

আরে!

এভাবে আপেল নাড়ে?

তোমার তত্ত্বজ্ঞান কিছুই হয় নাই?

ওহে বোনদের পরগাছা ভাই

৩৫.

তত্ত্বজ্ঞান, ব্যাকুল হয়ো না

খরাল চৈত্রেও সম্ভব আপেল অর্জন

পদ্ধতির প্রকারভেদেই

আমরা এখন যার-যার মতন নিরঞ্জন

ফলে, না-বুঝেই যুদ্ধাস্ত্র ছুঁয়ো না।

৩৬.

আপেলতত্ত্বে ছুরিবিশ্বাস জাগ্রত

যারা জেনেছিল তারা সকলেই নিহত

৩৭.

তাজা ফলগুলি তার

বক্ররৈখিক লজিকে

কেমন যে সিগ্ধ বিস্তার

ইশ্বরতা জেগে এমন যৌগিকে

জেগে উঠল যেন সংশ্লেষী আবেগ

আর আমি বিষদ ব্যাখ্যায়

দেখি জ্ঞান অতীব মিষ্ট

সংঘর্ষের প্রস্তাবনায়

বড়ে গোলাম আলি খাঁ-র সৃষ্ট

পাহাড়িতে উড়ন্ত মেঘ

তারপর বিদগ্ধ বৃষ্টি...

৩৮.

তোমার স্বরে আমার সংসার

আহত হয়ে বসে আছে আর

হাতের হলুদ ইষৎ লেগে গায়

আবারও সেই রাত্রি হতে চায়

৩৯.

ওই যে বস্ত্রবিতান জেগে উঠেছে

পাহাড় সন্নিকট থেকে সমুদ্র অবধি

সংবিধান মুলতবি করে চামেলি ফুটেছে

শহরে শহরে: এখানে সকলেই পুষ্পবিরোধী

৪০.

সেখানে নদীর নিকটে

হ্যা হ্যা মানছি সবই ঘটে!

৪১.

বিগত বোয়াল কি আশ্চর্য টমেটোতে

মিশে গেলে বিনা শর্ততে

৪৩.

পর্যটনে যাইছি গো মাগি

বই বন্ধ কর্

আমি বলেছি তো সিটিস্কেপ দেখব না

দেখব হিরন্ময় জ্বর

গায়ে নিয়ে মাঠ রৌদ্র বর্তুল পাহাড়

আর ওই নদীর ইশ্বর...

৪৩.

ব্যাকব্রাশ-করা একটি শালিক মায়াকভস্কি

কালিঝুল-মাখা কারখানার চারদিক ঘুরে

রটিয়ে দিল ষড়যন্ত্র এলসা-র সুরে

ওর দোষ কী!

৪৪.

দোটানায় পড়েছে পাখিটা

কী গান গাইবে ভোর শুরু হলে?

ভুল গেয়ে হারাবে চাকরিটা

ও-তো জানেই না নাম লেখা আছে কোন্ দলে!